রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, জুলাই ৯, ২০২৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

সেতু বিভাগ

প্রশাসন অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০/২৫ মে ২০২৩

নং ৫০.০০.০০০০.০০০.২২.০০২.২০.১১০—বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ১১২ তম বোর্ড সভায় "বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ-এর ডাক্ত ব্যবহার নির্দেশিকা, ২০২৩" অনুমোদিত হয়েছে।

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ আনোয়ারুল নাসের
উপসচিব।

মূল্য : টাকা ১২.০০

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ-এর ডাক্ট ব্যবহার নির্দেশিকা

১. ভুমিকাঃ

১৯৮৫ সালে একটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে গঠিত যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষকে ২০০৭ সালের ১৯ ডিসেম্বর প্রকাশিত গেজেটের মাধ্যমে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ হিসেবে নামকরণ করা হয়। "বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ আইন-২০১৬" এর মাধ্যমে পরিচালিত বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা যার মোট জনবল ৩৮৬ জন। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের রূপকল্প হলঃ দেশব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন পরিবহন (ট্রান্সপোর্টেশন) নেটওয়ার্ক এবং অভিলক্ষ্য হলঃ ১৫০০ মিটার ও তদূর্ধ্ব সেতু, টোল রোড, টানেল, ফ্লাইওভার, এক্সপ্রেসওয়ে, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, সাবওয়ে, কজওয়ে, লিংক রোড, দ্বিতল সড়ক ইত্যাদি নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ এবং এর দক্ষতা বৃদ্ধি। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্প, কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বহুলেন সড়ক টানেল নির্মাণ প্রকল্প, ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প, কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলা হতে করিমগঞ্জ উপজেলা পর্যন্ত উড়াল সড়ক নির্মাণ প্রকল্প, কচুয়া-বেতাগী সড়কে পায়রা নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প, পঞ্চবটি-মুক্তারপুর সড়ক প্রশস্তকরণ ও দোতলা রাস্তা নির্মাণ প্রকল্প, ভুলতা-আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুর সড়কে মেঘনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের জন্য দীর্ঘমেয়াদি মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন প্রকল্প। প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহের মধ্যে রয়েছে যমুনা নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা প্রকল্প, মেঘনা নদীর উপর শরীয়তপুর-চাঁদপুর সড়কে ও মুন্সীগঞ্জ-গজারিয়া সড়কে সেতু নির্মাণ প্রকল্পসহ অন্যান্য প্রকল্প। এসব প্রকল্পের মাধ্যমে তৈরিকৃত স্থাপনা এবং অধিগ্রহণকৃত জমিতে অপটিক্যাল ফাইবার/ক্যাবল স্থাপনের নিমিত্ত ডাক্ট তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৮ সালে নির্বাচনী ইশতেহারে আমার গ্রাম-আমার শহরঃ প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ, সার্বিক উন্নয়নে ডিজিটাল প্রযুক্তির অধিকতর ব্যবহার সহ তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর, উন্নত এবং সমৃদ্ধ ডিজিটাল সমাজ গড়ে তুলতে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। একটি উন্নত দেশ, সমৃদ্ধ ডিজিটাল সমাজ, একটি ডিজিটাল যুগের জনগোষ্ঠী, রূপান্তরিত উৎপাদনব্যবস্থা, নতুন জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি- সব মিলিয়ে একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনের স্বপ্নই দেখিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর সুদৃঢ় নেতৃত্বে বিগত এক যুগে দারিদ্র্য বিমোচনসহ কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এক অনুকরণীয় সাফল্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এ সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে দেশে ফাইভ-জি মোবাইল প্রযুক্তির ব্যবহার চালু, বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে সিম নিবন্ধন, ৮,২৭০টি ডিজিটাল সেন্টার এবং ৮,২০০টি ই-পোস্ট অফিসের মাধ্যমে ২০০ ধরনের ডিজিটাল সেবা প্রদান, বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের মাধ্যমে বিশ্বের ৫৭ তম দেশ হিসেবে স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণকারী দেশের তালিকায় যোগদান, বিশ্বের ১১৯ তম দেশ হিসেবে ই-পাসপোর্ট চালু, ২৫ হাজার ওয়েবসাইট নিয়ে বিশ্বের বৃহত্তম ওয়েবপোর্টাল 'তথ্য বাতায়ন' চালু, হাইটেক পার্ক স্থাপন, সাবমেরিন ক্যাবল-৩ স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ, দেশব্যাপী ১৮,৯৭৫ কি.মি. অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল স্থাপন, ৪,৫৮১ টি ইউনিয়নে ওয়াইফাই রাউটার স্থাপন এবং ১,৪৮৩ টি ইউনিয়নকে নেটওয়ার্ক মনিটরিং সিস্টেমে সংযুক্ত করা হয়েছে।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে একটি তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে সরকার যে 'রূপকল্প ২০২১' ঘোষণা করেছিল, তা ইতোমধ্যে বাস্তবরূপ ধারণ করেছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে আমাদের সামনের দিনের চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ডিজিটাল যুগের বিশ্ব পরিমন্ডলে সামনের কাতারে থেকে নেতৃত্ব দেওয়া। এ চ্যালেঞ্জে টিকে থাকার জন্য এবং ২০৪১ সালে বাংলাদেশ-কে উন্নত দেশে পরিণত করার জন্য প্রয়োজন দেশের সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসহ সকল নাগরিকের সামগ্রিক অংশগ্রহণ। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের গর্বিত অংশীদার। ইতোমধ্যে দাপ্তরিক কার্যক্রমে ১০০% ই-নথি বাস্তবায়ন করে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ অনন্য নজির স্থাপন করেছে। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আওতায় নির্মিত সকল স্থাপনার ডাক্ট ব্যবহার করে অপটিক্যাল ফাইবার লাইন/যোগাযোগ স্থাপনকারী ক্যাবল স্থাপনের মাধ্যমে দেশব্যাপী ডিজিটাল প্রযুক্তি নির্ভর যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা সম্ভব। এটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশের ডিজিটাল নাগরিক সেবা প্রদানকে ত্বরান্বিত করবে। সরকারি-বেসরকারি NTTN লাইসেন্সধারী সকল সংস্থা কর্তৃক স্থাপিত অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হিসেবে বিবেচিত। সেই লক্ষ্যে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের স্থাপনাসমূহে ভায়াডাক্টে, এপ্রোচ রোডে ও অধিগ্রহণকৃত জমিতে নির্মিত/স্থাপিত ডাক্টের মধ্য দিয়ে যথাযথ প্রক্রিয়ায় ক্যাবল স্থাপন ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য একটি নীতিমালা থাকা প্রয়োজন।

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ (বাসেক)-এর মালিকানাধীন স্থাপনাসমূহে সরকারি/বেসরকারি যে কোন সংস্থার ক্যাবল স্থাপন, ভাড়া/ইজারা প্রদান ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি সম্পন্ন করার লক্ষ্যে এ নির্দেশিকাটি প্রণয়ন করা হলো। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

২. প্রযোজ্যতাঃ

(২.১) এ নির্দেশিকাটি বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আওতাধীন জমি ও স্থাপনায় নির্মিত ডাক্ট ব্যবহার করে ক্যাবল স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

৩. সংজ্ঞা ও শব্দ সংক্ষেপঃ

"বাসেক" অর্থ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ;

''নির্বাহী পরিচালক" অর্থ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক;

"কারিগরি অনুবিভাগ" অর্থ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কারিগরি অনুবিভাগ;

"ক্যাবল" অর্থ ডিজিটাল যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করার লক্ষ্যে ব্যবহৃত অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল, কো-এক্সিয়াল ক্যাবল ইত্যাদি।

"অপটিক্যাল ফাইবার" অর্থ এক ধরনের পাতলা, স্বচ্ছ তন্তু বিশেষ, সাধারণতঃ বিশুদ্ধ কাচ (সিলিকা) অথবা প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করা হয়, যা আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে ইলেকট্রিকাল সিগন্যালের পরিবর্তে আলোক বা লাইট সিগন্যালের মাধ্যমে তথ্য পরিবহন করে;

"কোর" অর্থ ৮-১০০ মাইক্রোমিটার ব্যাসবিশিষ্ট অপটিক্যাল ফাইবারের সবচেয়ে ভিতরের স্তর যা সিলিকা মাল্টিকম্পোনেন্ট কাচ বা স্বচ্ছ প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি এবং যার মধ্য দিয়েই আলোক সিগন্যাল চলাচল করে;

"স্কেচম্যাপ" অর্থ আউটলাইন ম্যাপ যা যৌথ জরিপের মাধ্যমে তৈরি করা হবে;

"এপ্রোচ রোড" অর্থ মূল স্থাপনা সংযোগকারী সড়ক;

"জমি" অর্থ অনুমোদিত স্কেচম্যাপ অনুযায়ী সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ইজারা প্রদানকৃত জমি;

"স্থাপনা" অর্থ কর্তৃপক্ষের আওতাধীন ১৫০০ মিটার ও তদূর্ধ্ব সেতু, টোল রোড, টানেল, ফ্লাইওভার, এক্সপ্রেসওয়ে, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, সাবওয়ে, কজওয়ে, লিংক রোড, দ্বিতল সড়ক বা অন্য যে কোন স্থাপনা (কোম্পানি ও প্রকল্পের স্থাপনাসমূহ);

"ডাক্ট" অর্থ স্থাপনায় অবস্থিত এক বিশেষ ধরনের নল যার মধ্যে দিয়ে ক্যাবল পরিবহন করা হয় এবং যা ক্যাবলের বিশেষ প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করে;

'BTCL' এর অর্থ ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীন Bangladesh Telecommunications Company Limited;

'BTRC' এর অর্থ ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীন Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission;

'NTTN লাইসেন্স' অর্থ BTRC কর্তৃক প্রদানকৃত Nationwide Telecommunication Transmission Network লাইসেন্স;

'Point of Presence (PoP)' অর্থ দুই বা ততোধিক ক্যাবলের একটি নির্দিষ্ট পয়েন্ট/স্থানে সংযোগকারী স্থাপনা;

'প্রতিষ্ঠান' অর্থ সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি;

'নির্বাহী কমিটি' অর্থ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী কমিটি;

"এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে" অর্থ ভূ-পৃষ্ঠ হইতে উপরে নির্মিত ১৫০০ মিটার ও তদূর্ধ্ব দৈর্ঘ্যের স্বতন্ত্র এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে;

''সাবওয়ে'' অর্থ রেল ব্যবস্থা যেখানে ভূগর্ভ, ভূপৃষ্ঠ বা উহার উপরিভাগে রেল ট্র্যাক সম্বলিত নিরংকুশ পথাধিকার থাকবে এবং উক্ত পথাধিকারের ভূগর্ভ, ভূপৃষ্ঠ বা উহার উপরিভাগে অবস্থিত সকল অবকাঠামো, স্থাপনা, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ও এতদ্সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদিও উহার অন্তর্ভুক্ত হবে;

"কজওয়ে" অর্থ সেতু, টানেল ও এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে সংশ্লিষ্ট নিচু বা জলাভূমি অথবা বালুরাশি অতিক্রম করার জন্য নির্মিত সড়ক;

"টানেল" অর্থ ১৫০০ (এক হাজার পাঁচশত) মিটার ও তদূর্ধ্ব দৈর্ঘ্যের টানেল;

"ফ্লাইওভার" অর্থ সেতু, টানেল ও এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে সংশ্লিষ্ট দুই বা ততোধিক সড়কের সংযোগস্থলে একটি আরেকটির উপর দিয়ে অতিক্রম করার জন্য নির্মিত সেতু;

"লিংক রোড" অর্থ সেতু, টানেল ও এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে সংশ্লিষ্ট সড়ক।

৪. ক্যাবল স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণে অনুসরণীয় প্রক্রিয়াঃ

(৪.১) বাসেকের স্থাপনায় ক্যাবল স্থাপনের জন্য উক্ত স্থাপনার ধরন অনুযায়ী নির্ধারিত ডাক্ট ব্যবহার করে ক্যাবল স্থাপন করতে হবে;

(৪.২) মূল স্থাপনা ব্যতীত এপ্রোচ রোড/ভায়াডাক্ট/জমিতে প্রচলিত পদ্ধতিতে অনুমোদন সাপেক্ষে ক্যাবল স্থাপন করতে হবে;

(৪.৩) বাসেকের অনুমোদনক্রমে ক্যাবল স্থাপনের কাজ শুরু করার ন্যূনতম ১৫ (পনের) দিন পূর্বে বাসেককে অবহিত করতে হবে;

(৪.৪) ক্যাবল স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় ক্যাবল/অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপনকারী প্রতিষ্ঠানকে বহন করতে হবে;

(৪.৫) বাসেকের আওতাধীন মূল স্থাপনাসহ সমুদয় দৈর্ঘ্যের জন্য বাসেক কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে Point of Presence (PoP) এর মাধ্যমে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল সংযোগ করতে হবে। PoP স্থাপনের ব্যয়ভার অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল স্থাপনকারী প্রতিষ্ঠানকে বহন করতে হবে। কী ধরনের ডাটা পরিবহনে উক্ত ক্যাবল ব্যবহৃত হচ্ছে তা প্রয়োজনে বাসেক, BTRC ও ন্যাশনাল মনিটরিং কমিটি (NMC) পর্যবেক্ষণ করতে পারবে;

(৪.৬) বাসেক সেতু, ফ্লাইওভার, টোলরোড, বাইপাস সড়ক ইত্যাদি সম্প্রসারণ/উন্নয়ন/ রক্ষণাবেক্ষণ অথবা অন্য কোনো জরুরি কাজের প্রয়োজনে যুক্তিসংগত সময়ের আগে/পূর্বে ক্যাবল স্থাপনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে অবহিত করবে;

(৪.৭) বাসেকের স্থাপনার অংশে কোন ইজারাপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান ২য় কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান-কে ইজারাকৃত নির্ধারিত অংশে সাবলিজ প্রদান করতে পারবে না।

৫. ক্যাবল স্থাপনের জন্য আবেদন প্রক্রিয়াঃ

(৫.১) ক্যাবল স্থাপনকারী প্রতিষ্ঠানকে BTRC কর্তৃক প্রদত্ত NTTN লাইসেন্স (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), ভ্যাট নিবন্ধন সনদ, হালনাগাদ আয়কর দাখিলের সনদ, হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স, প্রস্তাবিত কাজের স্কেচম্যাপ বা ডিজাইন, ক্যাবল স্থাপন প্রক্রিয়া, ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট, অপটিক্যাল ফাইবারের ক্ষেত্রে ক্যাবলের কোরের সংখ্যা, ক্যাবল ও পিভিসি পাইপের ব্যাসসহ বিস্তারিত তথ্যাদিসহকারে (চেকলিস্ট সংলাগ-'খ') সংলাগ-'ক'-তে বর্ণিত বাসেক কর্তৃক সরবরাহকৃত নির্ধারিত ফরমে নির্বাহী পরিচালক বরাবর আবেদন দাখিল করতে হবে;

(৫.২) অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল স্থাপনে আগ্রহী শুধুমাত্র NTTN লাইসেন্স প্রাপ্ত ও অপটিক্যাল ফাইবার ব্যতীত অন্য ক্যাবল স্থাপনে আগ্রহী সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সপ্রাপ্ত যেকোন প্রতিষ্ঠানকে নির্ধারিত মূল্য (১০০০ টাকা) পরিশোধ সাপেক্ষে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দিষ্ট ফরম সংগ্রহ করতে হবে;

(৫.৩) চুক্তির মেয়াদকালে প্রতি বছর ভাড়া পরিশোধের সময় অনুচ্ছেদ ৫.১-এ বর্ণিত সনদ/দলিলসমূহের হালনাগাদ কপি বাসেকের এস্টেট শাখায় দাখিল করতে হবে;

(৫.৪) ক্যাবল স্থাপনের নিমিত্তে প্রস্তুতকৃত আবেদনপত্রের সাথে বাসেকের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা অনুযায়ী বার্ষিক ভাড়ার ২০% টাকা ফেরতযোগ্য এককালীন নিরাপত্তা জামানত হিসেবে আবশ্যিকভাবে জমা দিতে হবে।

৬. **ক্যাবল স্থাপনের ফি/ ক্ষতিপূরণঃ**

(৬.১) আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানকে/ক্যাবল স্থাপনকারী প্রতিষ্ঠানকে ক্যাবল স্থাপনের নিমিত্তে সম্পাদিত খননকাজের জন্য বাসেক কর্তৃক যুক্তিসংগতভাবে নির্ধারিত এককালীন ফি/ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে;

(৬.২) এপ্রোচ রোড বা জমিতে উক্ত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণের জন্যে ক্যাবল স্থাপনকারী প্রতিষ্ঠানের দাখিলকৃত ও অনুমোদিত স্কেচম্যাপ অনুযায়ী বাসেক কর্তৃক গঠিত কমিটি প্রচলিত রেট সিডিউল ও বাজারদর যাচাইপূর্বক সুপারিশ প্রদান করবে। কমিটির গঠন নিম্নরূপঃ

(ক) অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন)-আহ্বায়ক

(খ) সহকারী পরিচালক (হিসাব)-সদস্য

(গ) সহকারী প্রকৌশলী (সড়ক)-সদস্য

(ঘ) সহকারী মেইন্টেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার-সদস্য

(ঙ) সহকারী পরিচালক (এস্টেট)-সদস্য-সচিব।

৭. **ক্যাবল স্থাপনের জন্য প্রদত্ত ভাড়ার পরিমাণঃ**

(৭.১) বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের এলাকার মধ্যে (মূল স্থাপনাসহ) সর্বোচ্চ ৪৮ কোর পর্যন্ত অপটিক্যাল ফাইবার লাইন স্থাপনে প্রতি মিটার দৈর্ঘ্যের জন্য ভ্যাট ও আয়কর বাদে ২০.০০ (বিশ) টাকা হারে মাসিক ভাড়া পরিশোধ করতে হবে। তবে সর্বোচ্চ কোরের অধিক কোর সংযোজনের জন্য প্রতি কোর প্রতি মিটার ২.০০ (দুই) টাকা হারে ভাড়া বৃদ্ধি পাবে। অন্যান্য ক্যাবলের ক্ষেত্রে প্রতি মিটার দৈর্ঘ্যের জন্য ভ্যাট ও আয়কর বাদে ২০.০০ (বিশ) টাকা হারে মাসিক ভাড়া পরিশোধ করতে হবে;

(৭.২) একটি পিভিসি পাইপের অভ্যন্তরে সর্বোচ্চ ১টি ক্যাবল স্থাপন করা যাবে। একাধিক ক্যাবল স্থাপনের জন্য একাধিক পিভিসি পাইপের প্রতিটির জন্য অনুছেদ ৭.১-এ উল্লিখিত ভাড়ার হার প্রযোজ্য হবে;

(৭.৩) ভাড়ার উপর ভ্যাট ও আয়কর সরকারি আইন/বিধি অনুযায়ী প্রযোজ্য হবে, যা বিধি মোতাবেক ক্যাবল স্থাপনকারী প্রতিষ্ঠানকে বহন করতে হবে;

(৭.৪) বাসেক প্রয়োজনে ও বাস্তবতার নিরিখে নির্ধারিত ভাড়ার হার/পরিমাণ পুনঃনির্ধারণ করতে পারবে;

(৭.৫) ক্যাবল স্থাপনের জন্য কোন জমি ইজারা গ্রহণের প্রয়োজন হলে উক্ত জমির ইজারামূল্য বাসেক-এর সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা অনুযায়ী বাণিজ্যিক হারে নির্ধারিত হবে।

৮. <u>চুক্তিঃ</u>

(৮.১) ক্যাবল স্থাপনকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে বাসেক ধারা ৯.১ অনুযায়ী মেয়াদের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করবে;

(৮.২) উপর্যুক্ত কারণ উল্লেখপূর্বক এবং ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকে বাসেক যে কোন সরকারি প্রয়োজনে বাসেকের সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের অগ্রিম নোটিশে চুক্তি বাতিল করতে পারবে। এ জন্য চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে বাসেক ক্যাবল স্থাপনকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে সেতু, টানেল, ফ্লাইওভার, টোল রোড, বাইপাস সড়ক ইত্যাদি সম্প্রসারণ/উন্নয়ন/রক্ষণাবেক্ষণ অথবা অন্য কোন জরুরি কাজের প্রয়োজনে চুক্তি বাতিল করা যাবে মর্মে একটি অঙ্গীকারনামা (undertaking) গ্রহণ করবে। ক্যাবল স্থাপনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এ জন্য কোন ওজর আপত্তি করা যাবে না এবং এ আদেশের বিরুদ্ধে বা বাসেকের বিরুদ্ধে কোন মামলা রুজু ও ক্ষতিপূরণ দাবী করা যাবে না। এরূপ ক্ষেত্রে ক্যাবল স্থাপনকারী প্রতিষ্ঠানকে চুক্তির অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য ধার্যকৃত ভাড়া হারাহারিভাবে ফেরত প্রদান করা যাবে;

(৮.৩) অপটিক্যাল ফাইবার ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে অন্যতম প্রধান হাতিয়ার বিবেচনায় এর মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন সেবা প্রদান এবং এর সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে NTTN অপারেটরগণ KPI নিরাপত্তা নীতিমালা অনুসরণপূর্বক বাসেক এর সাথে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৯. <u>চুক্তির মেয়াদ ও চুক্তি নবায়নঃ</u>

(৯.১) অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপন একটি বিশেষ ধরনের ইজারা বিধায় একটি ১৫ বছর মেয়াদী চুক্তির আওতায় প্রতি বছর ১০% হারে ইজারা মূল্য বৃদ্ধি পাবে। ইজারাগ্রহীতাকে প্রতিবছর ইজারা মেয়াদ শেষ হওয়ার ১৫ দিন পূর্বেই পরবর্তী বছরের ইজারা মূল্য (ভ্যাট ও আয়করসহ) এককালীন অগ্রিম পরিশোধ করতঃ বাৎসরিক নবায়ন নিশ্চিত করতে হবে;

(৯.২) চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার কমপক্ষে ২ মাস পূর্বে ক্যাবল স্থাপনকারী প্রতিষ্ঠান বাসেক এর নিকট লিখিতভাবে চুক্তি নবায়নের জন্য আবেদন করতে পারবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন না করলে পরবর্তীতে ০১ (এক) মাসের নোটিশ প্রদান সাপেক্ষে চুক্তির মেয়াদ বাতিল বলে গণ্য হবে।

১০. <u>চুক্তি বাতিল, জরিমানা, সম্পত্তি এবং জামানত বাজেয়াপ্তকরণঃ</u>

(১০.১) চুক্তিকালীন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভাড়া পরিশোধ না করলে অথবা চুক্তির মেয়াদ শেষের ০২ (দুই) মাসের মধ্যে চুক্তি নবায়ন করা না হলে অথবা BTRC কর্তৃক হালানাগাদকৃত লাইসেন্স প্রাপ্ত না হলে চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে এবং ক্যাবল স্থাপনকারী প্রতিষ্ঠান উক্ত ক্যাবল/স্থাপনা/সরঞ্জামাদি নিজ খরচে অপসারণ না করলে স্থাপিত ক্যাবলসহ সামগ্রিক স্থাপনা/সম্পত্তি এবং জামানত হিসেবে প্রদত্ত অর্থ বাসেক এর অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে;

(১০.২) চুক্তিকালীন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভাড়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে অথবা চুক্তির মেয়াদ সমাপ্তির পর বাসেক কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে স্থাপনকৃত সম্পত্তি অপসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে বাসেক এর অন্তর্ভুক্ত এলাকার ক্যাবল স্থাপনকারী প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় সম্পত্তি বাসেক এর অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে। চুক্তি নবায়নের সময় পরবর্তী বছরের ভাড়া (ভ্যাট ও আয়করসহ) এককালীন অগ্রিম পরিশোধ করতে হবে। কোন কারণে চুক্তি নবায়ন করা না হলে স্থাপিত ক্যাবলসহ যাবতীয় স্থাপনা/সরঞ্জামাদি নিজ খরচে এবং বাসেক কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অপসারণ করতে হবে;

(১০.৩) ক্যাবল স্থাপনকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পাদিত চুক্তিতে বর্ণিত উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে ইজারাকৃত জমি অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। এছাড়া, উক্ত জমি অপর কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের নিকট বন্ধক রাখা বা সাব-লিজ প্রদান করা যাবে না। এরূপ কোন কাজের দৃষ্টান্ত পাওয়া গেলে তাৎক্ষণিকভাবে উক্ত চুক্তি/ইজারা বাতিল বলে গণ্য হবে;

(১০.৪) চুক্তির মেয়াদে চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা অন্য কোন কারণে চুক্তি বাতিল হলে বাসেক উক্ত স্থাপনার সম্পূর্ণ দখল গ্রহণ করতে পারবে এবং ক্যাবল স্থাপনকারী প্রতিষ্ঠানের বাজেয়াপ্তকৃত সরঞ্জামাদি উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে নিলামে বিক্রি করতে পারবে।

১১. <u>বিবিধঃ</u>

(১১.১) বাসেক কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যেকোন আবেদন বাতিল করার অধিকার ও ক্ষমতা সংরক্ষণ করে এবং এজন্য কোন প্রকার আপত্তি বা অভিযোগ কোথাও উত্থাপন করা যাবে না;

(১১.২) প্রয়োজনবোধে স্থাপনা ও জমির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের স্বার্থে এ নির্দেশিকার যেকোন প্যারা সংযোজন, বিয়োজন ও পরিবর্তন করার ক্ষমতা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করবে;

(১১.৩) ক্যাবল স্থাপনে ব্যবহৃত ডাক্টের মালিকানা নিরঙ্কুশভাবে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের থাকবে;

(১১.৪) বর্তমানে এ সংক্রান্ত বলবৎ চুক্তিসমূহ এমনভাবে বলবৎ ও নবায়ন হবে যেন এ সংক্রান্ত কোন নির্দেশিকা গৃহীত হয় নাই;

(১১.৫) বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ভবিষ্যৎ প্রয়োজনে NTTN লাইসেন্সসহ সংশ্লিষ্ট যে কোন লাইসেন্স গ্রহণ করতে পারবে;

(১১.৬) জাতীয় নিরাপত্তা ও জনস্বার্থে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ বোর্ডের অনুমোদনক্রমে নির্দেশিকায় বর্ণিত সকল বিষয় (ট্যারিফ, ইজারা মূল্য, মেয়াদ ইত্যাদি) পরিবর্তন/নির্ধারণে ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। সেক্ষেত্রে যে প্রতিষ্ঠানকেই ডাক্ট ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা হোক না কেন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে এতদসংক্রান্ত অন্য সকল কর্তৃপক্ষ/প্রতিষ্ঠান হতে প্রযোজ্য অনুমোদন/লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে;

(১১.৭) জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়ে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বাসেক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থার মতামত গ্রহণ করতে পারে।